প্রথম আলো

তারিখ ... 29 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

সরকার নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারনির্ধারিত আট সদস্যের কমিটির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা হাইকোর্ট স্থগিত করেছেন। গত ২০ মে শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ওই কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ওই নীতিমালা জারির ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজস্ব সিদ্ধান্তে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা হারায়। ওই নীতিমালা কেন সংবিধান পরিপন্থী ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত হবে না, সরকারকে তার কারণ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা স্থগিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দর্শানোর জন্যও আদালত নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের জারি করা এ রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়েছে।

জয়পুরহাট জেলার বড়াইল ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নুর মোহাম্মদ রাব্বানীর রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি এম এ রশিদ ও বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিঞার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার এ আদেশ দেন।

আবেদনকারীর পক্ষে অ্যাডভোকেট এ বি এম নুরুল ইসলাম আদালতে বলেন, এ নীতিমালা প্রচলিত আইনকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি গণতান্ত্রিক এবং প্রতিনিধিত্বশীল। এ কমিটির সদস্যরাই এতদিন ধরে দেশের আইন অনুসারে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে আসছেন। সেক্ষেত্রে একজন সচিবের জারি করা একটি নীতিমালার মাধ্যমে আটজন সরকারনির্বাচিত সদস্যের হাতে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া বেআইনি ও অসাংবিধানিক।

প্রবীণ আইনজীবী নুরুল ইসলাম আরো বলেন, কোনো নীতিমালাই প্রচলিত আইনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তিনি উল্লেখ করেন, এ নীতিমালা সংবিধানের ৯, ১১ ও ৩১ নম্বর অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, আবদুস সালাম মণ্ডল ও মীর মাহফুজুর রহমান এ মামলায় তাকে সহায়তা করছেন।

গত ২০ মে জারি করা পরিপত্র অনুসারে শিক্ষক হতে ইচ্ছুক যোগ্য ব্যক্তিদের প্যানেলভুক্ত হতে হবে এবং শূন্য পদে প্যানেলভুক্তরা পর্যায়ক্রমে নিয়োগ পাবেন। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাবেন। জেলা প্রশাসক প্যানেল থেকে যে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা প্রথমে পাবেন সে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য প্যানেলের মেধাক্রম অনুসরণ করে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের আওতায় ন্যস্ত করবেন। নিম্ন মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

এতে জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও জেলা শিক্ষা অফিসারকে সদস্য সচিব করে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য হিসেবে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপপরিচালক, জেলা সদরের একটি বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, জেলা সদরের বৃহত্তম সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও জেলা সদরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।